রসিক রঞ্জিকা।

পূর্ব্ব কালীয় অপূর্ব্ব উপাখ্যান।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক
প্রণীত।

RUSIK RUNJICA.

BY
Opendro Chunder Nag.

সম্বৎ ১৯২২।

বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্র।

1865.

Berhampore Dhana-sindhu Press.

ছয় আনা — 6 annas.

সূচি পত্র।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম······পরিচ্ছেদ।

হিমালয় মহীধর সন্নিধ্য কেশর নগর, যে স্থানে ধীশক্তি সম্পন্ন প্রবল প্রতাপান্বিত নরনাথ প্রভাবৃজ বসতি করিতেন। তাঁহার পুত্র কেশব, তিনি সর্ব্ব গুণে পারদর্শী হইয়া জন সমাজে আদরণীয় হওত পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। কালক্রমে তাঁহার যৌবনকাল উপস্থিত হইল। নৃপ তনয় সকল সময়ে মৌনাবলম্বন করতঃ নির্জ্জনে বসিয়া থাকেন এবং কখন বা বান্ধব-বৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া কমল কুঞ্জ কাননে গমন করিলে বিহঙ্গম গণের মনোহর ধ্বনি শুনিয়া বিলাপ করেন। এই রূপে কতিপয় দিন বিগত হইলে, একদা যুবরাজ মৃগয়াভিলাষে চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া যাত্রা করিলেন এবং কিয়ৎকালান্তে মহারণ্যের সন্নিহিত হইলেন।

তথায় শিবির সংস্থাপিত করিয়া পরদিন অতি প্রত্যুষে সসৈন্যে বনে প্রবিষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে দেখেন, এক রূপ লাবণ্যবতী বালা, পুষ্প চয়ন করিতেছে। এতদ্দর্শনে নৃপ তনয় জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি কুরঙ্গ-নয়নে! তুমি কে, কি নিমিত্ত এমন সময়ে এই ভয়ানক বনে প্রবেশ করিয়াছ? তখন কুমারী বলিতে লাগিল; মহারাজ! ওই যে প্রাকারে পরিবেষ্টিত সন্মুখীন পুরী দৃষ্টি হইতেছে, তথায় কিশোরী নাম্নি এক রাজ কন্যা আছেন, আমি তাঁহার মালিনী, মাল্য রচনা করিব বলিয়া পুষ্পাহরণ করিতে এখানে আসিয়াছি। যুবরাজ তাহার অমৃতায় মান বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন হে প্রিয় ভাষিণি মৃদু হাসিনি বালিকে! সেই নৃপ-নন্দিনীর রূপ গুণের বিষয় বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।

মালিনী কর্ত্তৃক কিশোরীর

রূপ বর্ণন।

এক মুখে মহারাজ কেবা কত বলে।
সে নারী নারীর শিরোমনী মহীতলে॥

বদন কমলে কাল যুগল নয়ন।
প্রফুল্ল কমল নীল ভ্রমর যেমন॥
ভ্রুভঙ্গিমা কাম-ধনু কটাক্ষেতে শর।
চঞ্চল লোচনে বালা চায় নিরন্তর॥
উড়ায় খগেন্দ্র নাকে নাশিকার ছাঁদে।
অভিমানে তিল ফুল বনে পড়ি কাঁদে॥
দন্ত পাঁতি কুন্দ কলি সম প্রকাশিত।
কজ্জ্বল বরণ তায় রন্ধ্রে সুশোভিত॥
অধর আরক্ত বর্ণ সরু সুকোমল।
অট্ট হাসে তম হরে বাক্য পরিমল॥
চাঁচর কুন্তল গণ্ডে হলে কম্পবান।
কত শোভা করে কেবা করে পরিমাণ॥
ভুজ যুগ ভুজঙ্গম পদ্ম করতলে।
অঙ্গুলি চাঁপার কলি মিলে সর্ব্ব স্থলে॥
নিরমল হৃদি পয়োধরে পয়োধর।
প্রকাশিছে দিন২ হয়ে শোভাকর॥
করকণা ক্ষীণ স্থূল নিতম্ব আকার॥
পদ নখে শত শশি করিছে বিহার।
কি রূপসী তিলোত্তমা মেনকা অপ্সরা।
তিল তুল্য তুলনায় কি কব আমরা॥

যুব রাজের রাজ কন্যার

ভবনে গমন।

কিশোরীর বিবরণ শুনিয়া রাজন।
মালিনী সহিত একা করিল গমন ॥
মালিনীর সহযোগে রমণী বেশেতে।
মালিনী সহিত গেল কিশোরী গৃহেতে ॥
কিশোরীর রূপ দেখি রাজার নন্দন।
হতজ্ঞান হয়ে রহিলেন কতক্ষণ ॥
ভূপে দেখি কহে বালা একোন মালিনী।
কেশব বলিল আমি মালিনী ভগিনী ॥
ইহা শুনি রাজকন্যা বলিল ত্বরায়।
তোমরা দুজন আজ থাকিবে এথায় ॥
আমার শরীর যেন হতেছে কেমন।
তোমরা থাকিলে সুখে থাকিব সঘন ॥
পরে ক্রমে শশধর হইল উদয়।
আহারাদি সকলের সমাপন হয় ॥
কিশোরী স্বর্ণ পর্য্যঙ্কে করিল শয়ন।
এথায় অলিন্দোপরে গাইছে রাজন ॥

গীত।

তাল আড়া ঠেকা

রাগিণী মুলতান।

বহুদিন হলো কান্ত গিয়াছ হে দেশান্তরে
নিরন্তর চিন্তা জ্বর জ্বলে মম অন্তরে ॥
অন্তরে অনন্ত রূপ, দংশিছে অনন্ত রূপ,
অন্তর কে করে ভুপ, তুমি রহিলে অন্তরে ॥

তাল আড়া।

রাগিণী টোরি ॥

কেন প্রাণ জ্বলে অবিরল্। কি দিয়ে
নিবারি রে প্রাণ সতত বিকল ॥ এইযে
উদিত শশী, সদা সুধা পড়ে খসি,
নিরন্তর কাঁদি বসি, অন্তর চঞ্চল, ॥ ২

কেশব কিশোরীর কৌশলে

গান্ধর্ব্য বিবাহ ॥

নারী বেশধারী রাজসুত এইরূপ সঙ্গীত করিতেছে, কিশোরী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মালিনী! তুমি এসব গীত কোথায় শিখিলে! এদিকে আইস! তুমি আমার

নিকট বসিয়া আর দুটি একটি গান কর, তোমার মধুময় স্বরে আমি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। অদ্যাবধি তুমি আমার প্রিয় বয়স্যা হইলে, তোমার আর মাল্য রচনাদির প্রয়োজন নাই। ধর এই লক্ষ মুদ্রার মুকুতা হার তোমাকে দিতেছি, ইহা কহিতে২ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া মালিনীর গলে সমর্পণ করিলেন। তখন চতুরা মালিনী বলিতে লাগিল। নৃপ দুহিতে! আমিতো অদ্যাবধি দুঃখ দশা শোক জ্বালাদি হইতে পরিত্রাণ পাইলাম, কিন্তু আমার একটি মনের সাধ রহিল। অদ্য কৌশল বিশিষ্ট এক গাছি বিনা সুতের মনোহর হার গাঁথিয়া আনিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন জন্য তাহা আমি পরিধান করিয়াছি, অনুমতি হইলে আপনকার কণ্ঠে অর্পণ করিয়া মনোবাঞ্ছা পুরাইতাম। কিশোরী শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে মৃদুস্বরে কহিলেন, আচ্ছা তুমি যদি আরো সঙ্গীত কর তবে আমি উহা পরিধান করি। মালিনী শ্রবণ মাত্র মালা খুলিয়া কিশোরীর কণ্ঠদেশে প্রদান করিল। এইরূপে কৌশলে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সমাধা করিয়া ছদ্মবেশী সঙ্গীত করিতে বসিল এমন সময়ে একজন পরিচারিকা বলিল " ইহার মধ্যে একটী রসিক

হইলে হইত,,। যুবরাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন সখি! তোমার কি রসিক দেখিবার বাসনা হইয়াছে? যদি বল তবে আমিই উত্তম রসিক হইতে পারি। এতৎ শ্রবণে যুবতী গণ তৎক্ষণাৎ পুরুষ পরিধেয় বসন আনিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ অন্তরালে যাইয়া মলিন মালিনী বেশ উন্মোচন করত স্বাভাবিক বেশে রমণী মণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন। রসিক দর্শক কৌতুকিনী কামিনীগণ নির্নিমেষ নয়নে তাহার অলৌকিক রূপ মাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রাজ কুমারী বালাবস্থা-সুলভ-লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়াও তৎকালে কবরী মুলে কর সংস্থাপন করত হাঁসিতে২ বাম ধরা তলে ঢলিয়া পড়িলেন। কুলবালা কুলের সহাস্য বদন বিনির্গত বিনোদস্বরে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল পরে এক রমণী রসিককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন।

প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন—কোথায় তোমার গৃহ রসিক নাগর।
উত্তর—শুন গো নাগরী ধাম কেশর নগর॥

প্র—ওহে যুবা বল শুনি কি নাম তোমার।
উ—শুন লো যুবতী নাম কেশব আমার॥
প্র—এখানে আসিয়া লাভ কি হলো তোমার।
উ—দেখনা গলায় দোলে কিশোরীর হার॥
প্র—এই হার আশে কিগো আসা এইখানে।
উ—প্রেম হেম হার আনিয়াছে মোরে টানে॥
প্র—পূর্ব্বে যে গলায় ছিল সে কেমন হার।
উ—সেই হারে পুরাইল মানস আমার॥
প্র—বিবাহ কি হইয়াছে বলহে সত্বরে।
উ—কিছু পূর্ব্বে এ নিশির দ্বিতীয় প্রহরে॥
প্র—কোথায় শ্বশুরালয় কর গো প্রকাশ।
উ—এহি গ্রামে হয় মম শ্বশুর নিবাস॥
প্র—কি নাম ধরেন তব শ্বশুর ঠাকুর।
উ—এই কিশোরীর পিতা আমার শ্বশুর॥

কুলবালাগণের উক্তি।

মালিনী রসিক সাজি কটু ভাষে ভাষে।
শুনিয়া দুঃখের নীরে নারীগণ ভাসে॥
কহে কি জন্য মালিনী মহল অন্তর।

ত্বরায় এ স্থান হইতে হউক অন্তর॥
শুনিয়া উহার বাণি জ্বলিতেছে কায়।
এ সকল কথা আর কহি বল কায়॥
জ্বলন্ত অনলে যেন মন প্রাণ জ্বলে।
জুড়াবে না এ যাতনা প্রবেশিলে জলে॥
কত যে কিশোরী ব্যথা পেয়েছে জীবনে।
দেখ আঁখি বারি২ দুঃখের জীবনে॥
মালিনীর বাক্য শুনি চমকিত সব।
লজ্জায় কিশোরী যেন হইলেন শব॥

মালিনীর উক্ত।

মালিনী কহিছে তবে শুন বালাকুল।
পাই যেন অচিরায় আশা সিন্ধুকূল॥
এখনি তুষিলে শুনে মম গীত ধ্বনি।
এখনি আবার কেন কটু কহ ধনী॥
তবে পষ্ট বলি শুন কিশোরীত কেনা।
কিনিয়াছি আমি তারে আমি তার কেনা॥
অতএব সব কথা কহি আমি প্রাণ।
রাজাকে বলিয়া যেন বধনা স্বপ্রাণ॥

আমি রাজ পুত্র বাটীবহুদূর দেশ।
এদেশে এসেছি দেশে করিয়া বিদ্বেষ॥
কিশোরীর জন্য নারী বেশে এথা আসা।
মাল্যদান প্রদানে পুরিল মম আশা॥

কিশোরীর প্রতি সখিগণের উক্তি।

কিশোরী গো আয় আয়, কি শুনি এখন।
একি রঙ্গ হায় হায়, হেরিনা এমন॥
কেন অঙ্গ জর জর, হতেছে তোমার।
চক্ষে বারি ঝর ঝর, বহে অনিবার॥
যায় মন বনে বনে, দণ্ডে দশবার।
কত ভাব মনে মনে, হয়ে চমৎকার॥
কেন আর লাজ লাজ, কর তুমি সই।
শীঘ্র করি সাজ সাজ, তব নাথ ওই॥
আর কিগো বল বল, গেল দুঃখান্তর।
কেন চক্ষু ছল ছল, হের প্রাণেশ্বর॥
তব যোগ্য ভাল ভাল, এ নৃপ তনয়।
এ যৌবন কাল কাল, কবে কিবা হয়॥

রাজ কুমারীর সহিত কেশবের প্রণয় এবং
তাঁহার গৃহে গমন।

যুবরাজ রাজ নন্দিনীর মনোগত ভাব নেত্র স্পন্দনে অনুভব করিয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন এবং হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। নৃপ দুহিতাও তখন আর হ্রী মন্ত্রণার প্রপীড়িত না হইয়া সরল অন্তঃকরণে মিলন সুখানুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উভয়ের এইরূপ আকস্মিক সংমিলনে কুল বালা গণ কহিতে লাগিল। অয়ি চিত্র পুত্তলিকে নৃপ নন্দিনি! বোধ হয় দয়ার সাগর ভগবান তোমার প্রতি নিতান্ত অনুকূল হইয়াছেন দেখ কোথাহইতে সহসা এই অপ্রতিম রূপ প্রতিমা আসিয়া উপস্থিত হইল। আহা! যেমন বর তেমনি বধূ হইয়াছে, সখি এই রূপবতী যুবতীর সহিত যদি এই রূপবান যুবার মিলন সঙ্গম না হইত তবে বিধির গঠন যত্ন কেবল বিফল হইত।

এইরূপ মিলনান্তে উভয়ে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা নিদাঘ কালে নিশিথ সময়ে কেশব ভার্য্যা সহ সৌধ শিখরে বসিয়া অদ্রিনির্ঝরের কল২ শব্দ শ্রবণ

এবং মলয় অনিল সেবন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কোন রমণীর রোদন ধ্বনি তাঁহার কর্ণ বিবরে প্রবিষ্ট হওয়ায় বলিলেন প্রিয়ে শুনিতেছ! এমন গভীর নিরব রজনীতে কে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। তখন কিশোরী, নাথ! উহা শুনিয়া কি হইবে, ভগবান কাহাকে কোন্ অবস্থায় রাখিতেছেন তাহার নির্ণয় কি! যে নারীর পতি বিয়োগ হইয়াছে সে এমন সময়ে রোদন করিতেছে, অথবা যে জন বৃদ্ধ জনক জননী গৃহে রাখিয়া দূর দেশে গমন করিয়াছে তাহার পিতা মাতা প্রাণাধিক পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ রোদন করিতেছে। এতৎ শ্রবণে রাজ কুমার কহিলেন, প্রিয়তমে !! আমিও ত বৃদ্ধ পিতা মাতা গৃহে রাখিয়া দূর দেশে আসিয়াছি, আমার বিহনে বুঝি তাঁহারাও এইরূপ অহর্নিশ রোদন করিতেছেন. তবে শুভ রাত্র প্রভাত হইলেই আমি গৃহে গমন করিব।

যুবরাজের এই কথা শুনিয়া কিশোরী ক্ষণেক কাল স্তিমিত ভাবাবলম্বিনী হইয়া রহিলেন, পরে সজল নয়নে মৃদু মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন ; প্রাণেশ্বর সহসা তোমার মনে এ কিরূপ ভাবোদয় হইল ? আমি ইহাতে আর কি উত্তর করিব, প্রাণনাথ যদি নিতান্তই

যাইবে তবে এ দুঃখিনীর কথা যেন স্মরণ থাকে, আমি তোমাকে বিদায় দিয়ে জীবন শূন্য কায় থাকিব।

নৃপ তনয় তিলার্দ্ধ ব্যাজ না করিয়া তথা হইতে নগর সন্নিহিত স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিশোরীর আক্ষেপ।

(উ) দয় হইল বিধু দিক্ সুশোভি (ত)
না (পে) য়ে প্রিয় দর্শন সদা ক্ষুণ্ণ (চি) ত
গজে (ন্দ্র) গমন জিনি শশধ (র) ধায়
হইল (চ) ঞ্চল মন হায় (নি) ধি হায়
সঘন চ (ন্দ্র) কিরণ দ (র) শন করি
মনোসুখেতে (না) চিছে (গো) য়ে যে চকোরি

হায়, শোকে সহচরী যেন হইলাম শব।
তায়, গত হলো কত দিন কই সে কেশব॥
হায়, এ নিশি শশাঙ্ক করে শোভিল কেমন।
তায়, বহিছে সুগন্ধ মন্দ গামী সমীরণ॥
হায়, দুলিছে মালতী লতা নিকুঞ্জ কাননে।
তায়, জ্বলিছে ঔষধি লতা কন্দর সদনে॥
হায়, কান্তারে কেতকী বাস বিকীর্ণ করিল।
তায়, প্রসূন প্রলীন অলি আনন্দে ধাইল॥

হায়, নিশাকর কর প্রতিভাত নদী নীরে।
তায়, বিকসিত কুমুদিনী কাঁপে ধিরে২॥
হায়, বকুল শাখার কূল কুলু ধ্বনি করে।
তায়, চক্র বাক করে শব্দ পম্পা সরোবরে
হায়, যত সমুদয় ছিল অতি সুখ কর।
তায়, একের বিরহে শব হলো দুঃখকর॥
হায়, হা কেশব কত দিনে দিবে দরশন।
তায়, তব আশা পথ চেয়ে আছি অনুক্ষণ॥

সহচরীর প্রবোধ বাক্য।

কেন কান্ত বিনে ধনী বিসণ্ন বদন।
বাঁধনি কেন কবরী একি কুলক্ষণ॥
নব জাত মেঘ মালা আকুল কুন্তল।
আচ্ছাদিত করিয়াছে শ্রীমুখ মণ্ডল॥
কি সংবাদ কে শুনালে আহা মরি২।
আর কি এ বৃন্দাবনে আসিবে না হরি॥
গিয়াছে রাজ কুমার আপন আলয়।
আসিবে শীঘ্রই গোল করা ভাল নয়॥

যদি মহারাজ শুনে এসব ঘটন।
কি জানি কি করে তাই ভাবি সর্ব্বক্ষণ॥
কিছু কাল রহ ভূপ আসিবে ত্বরায়।
তোমা হেন রত্ন ছাড়ি সে রবে কোথায়।
ভুলিবে না কভু একি ভুলিবার ধন।
বিনা মূল্যে কিনিয়াছে অমূল্য রতন॥
এস রাজ বালা বস শীতল উপলে।
বসি বেণী গাঁথি তব চাঁচর কুন্তলে।

কিশোরীর কিকট কেশরের
পুনরাগমন।

রাজার কুমার, যাইয়া আগার,
বাস করে কিয়দ্দিন।
মৃগয়ার ছলে, অশ্বে চড়ি চলে,
সৈন্য বহুল অধীন॥
কিছু দিনান্তরে, ভার্য্যার নগরে,
ভূপ উপনীত হৈল।
প্রান্তর অন্তর, হেরে সরোবর,
সেই স্থানেতে বসিল॥

সেনা সমুদায়, পাঠান ত্বরায়,
নিজ শিবিরে তৎক্ষণ।
এমন সময়, যোবা চতুষ্টয়,
এসে করিছে বর্ণন॥

রাজ কুমারের প্রতি নারী
গণের উক্তি।

ওইযে যেখানে গঙ্গা সরযূ সঙ্গম।
যেখানে মন্দির শোভে মন্দরে উত্তম॥
ওইযে দেখিছ তাল তামাল নিলয়।
যেখানে খেলিছে সব তাপস তনয়॥
ওইযে নানা বর্ণের প্রাসাদ সকল।
যেখানে কাঞ্চন স্তম্ভ করিল উজ্জ্বল॥
উহার কিঞ্চিৎ বামে রাজার ভবন।
ধনেতে কুবের যিনি শাসনে শমন॥
তাঁহার আছয়ে কন্যা নিরুপম রূপ।
এখনো সুযোগ্য বর না পাইল ভূপ॥

তুমি কুমারীর যোগ্য বর হে রাজন।
মিলিবে না এমহী মণ্ডলে অন্য জন॥
অতএব হে নাগর যাও রাজাগারে।
দেখিলে তোমাকে কন্যা বরিবে তোমারে॥

কেশব কিশোরীর
পুনর্মিলন।

কুমুদ বান্ধব, লয়ে সঙ্গি সব.
করিলেন আগমন।
হেরে যুবরাজ, পরে নারী সাজ,
গেল কিশোরী সদন॥
বহু দিনান্তর, পেয়ে প্রাণেশ্বর,
ধনী কত সুখ করে।
সে সকল সুখ, লিখিতে ভাবুক,
অনিচ্ছা প্রকাশ করে॥

উভয়ের প্রস্থানোপায়।

কেশব কহে কিশোরী, মায়ের মায়া পাসরি,
মম সঙ্গে চল এসুযোগে!
নতুবা বিপদ সবে, ক্রমেতে জানিবে সবে,
যাওয়া ভাল কল্য নিশি যোগে॥

বিধুমুখী অধমুখে, কহিতেছে মিষ্ট মুখে,
ওহে নাথ সমুদায় দায়।
পলাইলে দুঃখিনীরে, না হেরিয়ে দুঃখনীরে,
পিতা মাতা ভাসিবে সদায়॥
আমি তাহাদের প্রাণ, ত্যজিবে তাহারা প্রাণ,
ক্ষণমাত্র মম অদর্শনে।
প্রাণেশ কি করি বল, নাহি মম বুদ্ধি বল,
নাহি সুখ শয়নে অশনে॥

কিশোরীর উক্তি।

কি হইবে আর সই কুল মানে মানে।
আমার মন বেদনা নাহি জানে জানে॥
প্রাণ মোর সর্ব্বদা অসুখ জ্বরে জরে।
তার পর হানে রিপুরাজ স্মরে শরে॥
দুঃখের জ্বালায় জল নাহি গলে গলে।
সময় পাইলে সব শত্রু দলে দলে॥
কত জ্বালা সহিব গো আমি নারী নারী।
সাধে কি সদায় হয় চক্ষু বারি বারি॥
এহি জন বিহনে সঁপিব কায় কায়।
কেশব বিহনে মোর সমুদায় দায়॥

আর কে লইতে দুঃখ সিন্ধুপারে পারে।
বিধি যার প্রতি বাম কেবা তারেতারে ॥
সদায় ভয় যাতনা কত সই সই।
হায় নাথ সহ প্রাণ নাথ কই কই ॥

দম্পতির প্রস্থান।

অতঃপর দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন এবং ক্ষপাকর উদিত হইলেন। কেশবও নারী বেশে ভার্য্যা সহ বহির্গত হইলেন। দৌবারীক রোষ কসায়িত নয়নে বলিতেছে, এ! তোম্ ছাব্ কাঁহা যাতি হ্যায়, কেয়া ধুম্ মাচায়ত্ ছাব্ যাত্ রাহি, চালা যাও, ছাব্ আন্দার্ মে চালা যাও কিছিকো জানে না দেওঙ্গে। তদন কেশব, রে দ্বার পাল! দ্বার ছেড়ে দেও, আমরা মালিনী; এখন গৃহে যাইতেছি, আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া কি করিবে। ইহা শুনিয়া দ্বারি কহিল, আচ্ছা যাও, মাগার এয়ছা হুকুম নাহি, মহারাজ জাননেছে হামারা জান্ পার্ বিতেগা। এইরূপ উভয়ে বহির্গত হইয়া দ্রুত বেগে অগ্রসর হইলেন। পরে ক্রমে২ গগণে দিন মনি উদয় হইল। তাঁহারা যাইতে২ পথ শ্রান্ত প্রযুক্ত সাতিশয় ক্লান্ত হইলেন। কেশব রাজ

কুমারীর প্রতি সকরুণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, প্রিয়তমে! তোমার অঙ্গ হইতে যে প্রকার প্রকৃষ্টরূপে স্বেদ ধার বিগলিত হইতেছে, নাজানি কখন বা দিবাকরের প্রখর করে তুমিই গলিয়া যাও। প্রেয়সি! এখন ওই সম্মুখবর্ত্তি অশ্বত্থ মূলে ক্ষণেক কাল বিশ্রাম করা যাউক। এই বলিতে২ দোহে তরুতলে গিয়া উপবেশন করিলেন। পরে উভয়ে ক্ষুৎ পিপাসায় নিতান্ত কাতর হওয়ায় যুবরাজ দয়িতাকে সেই স্থলে রাখিয়া ফলান্বেষণে বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিধির ঘটনা ক্রমে তিনি সহসা এক কুপদকে পতিত হইলেন, রাজকুমার কূপে পড়িয়া আক্ষেপ করিয়া এই বলিলেন!

"আব্‌রে গার্ আব জিন্দেগী বারাদ্ হার গাজার সাথ বেদ বার নাখুরি,, ভাবার্থে এই জানাইলেন যে আর তাঁহার কোন রূপেই উদ্ধার নাই। এথায় কিশোরি নাথের বিলম্বে এইরূপ খেদ করিতেছেন!

মহারণ্যে কিশোরীর আক্ষেপ।

ওহে নাথ গেলে বনে ফলের কারণ।
না জানি কিবা বিপদে পড়েছ এখন ॥

তোমার বিলম্ব ভাবি ওহে প্রাণ ধন।
বিষাদে বাসনা হয় করিতে রোদন॥
হা কেশব কোথা গেলে ত্যজিয়া আমায়।
হায়২ কিহলো২ হায় হায়॥

ওহে নাথ এই মনে ছিল কি তোমার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া বক্ষে পড়িল আমার॥
কোথা যাব কি করিব কে বাঁচাবে আর।
কে আর কেশব বিনে করিবে নিস্তার॥
হা কেশব কোথা গেলে ত্যজিয়া আমায়।
হায়২ কিহলো২ হায় হায়॥

ওহে নাথ কি ঘটনা হইল এক্ষণে।
তোমা হারা হই বুঝি এবিজন বনে॥
নয়নের তারা হারা হইলাম বনে।
কে পথ দেখায়ে আর চালাবে যতনে॥
হা কেশব কোথা গেলে ত্যজিয়া আমায়।
হায়২ কিহলো২ হায় হায়॥

—

কিশোরীর গৃহে আগমন।

এথা রাজ বাটী হলো মহা তোল পাড়।
দূতে ঢুঁড়ে রাজ কন্যা ভাঙ্গিয়া পাহার॥
সেনার ক্রুদ্ধ নিনাদে সব কম্পবান।
বিনা দোষে পথিকেরে করে অপমান॥
ত্রাসেতে বৃক্ষের পাখী ছাড়িল কুলায়।
পলাইল বন জন্তু ভয়ে উভরায়॥
মান ত্যজি ভুজঙ্গম করিল প্রস্থান।
সৈন্যে শুকাইল নদী করে জল পান॥
কোন স্থানে না পাইয়া দেখা কিশোরীর।
মহারণ্যে প্রবেশিতে করিল সুস্থির॥
পরে সব সে কাননে করিল গমন।
বৃক্ষ মূলে কিশোরীর পায় দরশন॥
করেণু আরোহণে আবাসে ধনী যায়।
সুস্থির হইল পুরবাসী সমুদায়॥
তার পর কূপ তটে প্রদোষ যখন।
উপস্থিত হয় এক সুবৃদ্ধ যবন॥
হেরিয়া তাহাকে ভূপ কাঁদিয়া উঠিল।
শুনিয়া সে ধ্বনি বৃদ্ধ ইহাই কহিল॥

—

" নেকোয়ি বাবদাঁ কার্‌দান্‌ চুনা নাছ্‌ত
কে বাদ্‌ কারদান বজায়ে নেক মার্‌দা "
অর্থাৎ মন্দ লোকের ভাল করা কেমন,
যেমন ভাল লোকের মন্দ করা।

কেশবের কূপ হইতে পরিত্রাণ এবং প্রিয়ান্বেষণ।

বৃদ্ধের বচন শুনি ভূপতি কুমার।
হতাশ হইয়ে দুঃখে কাঁদে অনিবার॥
একদা সমুদ্রে শেষে জোয়ার লাগিল।
জলে কূপ হলে পূর্ণ কুমার উঠিল॥
কিন্তু নাহি পায় প্রেয়সীর দরশন।
বনে২ ভ্রমে আর কহেন রাজন॥
এই যে জলদ জাল ভূধর সদনে।
হরেছে প্রিয়ার কেশ পাশের বরণে॥
এই যে সুরঙ্গ গামী কুরঙ্গ নিকর।
হরেছে নেত্রের গতি হেরে মনোহর॥
এইযে অলি চুম্বিত কমল যুগল।
হরিয়ে হৃদয় শোভা শোভে অবিরল॥

এপথে নিশিতে বুঝি করেছে গমন।
দুধারে চক্ষের জল হয়েছে পতন॥
হায় হায় কোথা গেলে প্রেয়সী আমার।
হৃদ বিদারিত হয় বিরহে তোমার॥
চল মন ত্তই ভগ্ন বাটীর সদন।
যদি পথ ভুলে গিয়া থাকে প্রিয়জন।
পূর্ব্বে এই স্থানে ছিল নিকুঞ্জ নিকর।
এখন কান্তারে ঘেরা গভীর কন্দর॥
পূর্ব্বে এই হর্ম্ম্য ছিল কিবা মনোহর।
এখন শিখর তার ধুলায় ধুশর॥
যে অলিন্দোপারে কুল বারাঙ্গনা গণ।
গাঁথিত বসিয়া সুখে বেণী সুচিকন॥
সেখানে এখন হায় কি করি দর্শন।
বিরাজে ভুজঙ্গ দল সহ শিশুগণ॥
এখানে কোথায় দেখা পাইব প্রিয়ার।
হায়রে এখনো প্রাণ যায় না আমার॥
ত্তরে পদ চল তবে জল নিধি কুল।
স্মরিগে শঙ্করে যদি হয় অনুকুল॥

সমুদ্র তটে রাজ কুমারের
আরাধনা।

বিন্ধে প্রেম শরে, ভূপ উচ্চৈঃস্বরে,
পূজে মহেশ্বরে, দিন যামিনী।
কোথা রৈলে শিব, কর মম শিব,
চক্ষে বহে শিব, বিনে সঙ্গিনী॥
আসিয়া কাননে, কত একাননে,
ডাকি পঞ্চাননে, ভো পঞ্চ মুখ।
বৃক্ষে বনাবৃত, নিশি তমাবৃত,
ত্রাসে মনাবৃত, সদা অসুখ॥
কোথা আশুতোষ, নিরাশ্রয়ে তোষ,
হই হে সন্তোষ, প্রিয়া পাইয়া।
কোথা গো শঙ্কর, স্মরিছে কিঙ্কর,
আশা পূর্ণ কর, দয়া করিয়া॥
ভাবি নিশি দিন, প্রিয়া বিনে দীন,
প্রকাশ সুদিন, হে মহেশ্বর।
কত দিন গত, প্রিয়া না আগত।
প্রাণ ওষ্ঠাগত, ভো ভুতেশ্বর॥ &c.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নৃপ নন্দিনীর বিরহ।

সখিরে! কোথায় রহিল সেই হৃদয় রঞ্জন।
মম জন্য কত দুঃখ সহিল সঘন॥
সখিরে! কি কহিব কেঁদে প্রাণ উঠিছে আমার।
বেঁচে বুঝি নাই আর সে রাজ কুমার॥
সখিরে! আর কি তাহার সনে হইবে মিলন।
আর কি জুড়াবে মোর তাপিত জীবন॥
সখিরে! সেজে মম জল বিন্দু জীবন আধার।
সাধে কি সে বিনে প্রাণ কাঁদে অনিবার॥
সখিরে! ভাসিতে কি শোক সিন্ধু জলের তরঙ্গে।
করিয়াছিলাম প্রেম কেশবের সঙ্গে॥
সখিরে! কি ফল আনিতে গেল অরণ্য ভিতর।
আর না ফিরিয়া এলো মম প্রাণেশ্বর॥
সখিরে! অন্তর বিকল প্রাণ কাতর সঘন।
কেবল কেশব শোকে ডুবে আছে মন॥

সখিরে ! এইযে ত্রিজামা ক্রমে গভীর হইল।
কোন্ বা অরণ্যে নিধি একাকী রহিল ॥

রজনী প্রভাত।

কাঁদে কলঙ্কিনী চাঁদ মৃগ কোলে করে রে।
অশ্রু বারি বিন্দু চয়,
দুর্ব্বায় পতিত হয়,
সুগন্ধ বিতরে সদা সুধীর সমীরে রে ॥ (১)

কুহরে সুকণ্ঠ পীক চঞ্চল অন্তরে রে।
অস্থির খঞ্জন গণ,
অঙ্গনে করে ভ্রমণ,
গুণ গুণ করে মধুকর সহকারে রে ॥ (২)

চলিল পাখীর দল দিগ দিগান্তরে রে।
শূকর শার্দ্দুল যত,
হলো সব বন গত,
বিহারে হরিণ শিশু বালা রবি করে রে ॥ (৩)

বাজিল পীণাক শঙ্খ সকল মন্দিরে রে।
ঋষিরা সহ সন্তান,
করে এলো গঙ্গা স্নান,
ভাসিল গঙ্গার জলে ফুল থরে থরে রে ॥ (৪)

প্রদীপ্ত হলো ভুবন দিনকর করে রে।
উঠ সব সখীগণ,
কর দ্বার উদ্ঘাটন,
আর কতক্ষণ রহিবে শয়ন করে রে ॥ (৫)

কিশোরীর পুনঃ বিরহ প্রকাশ।

এইকি লিখিত ছিল কপালে আমার
ওহে চতুর্মুখ !
কেশব বিরহ বাণে, মরিবে কিশোরী প্রাণে,
কি সুখের ভরসায় সহিতেছি দুখ্
“ওহে তব পায় ধরি, বল শুনি সত্য করি,
কি পাপে আমার ভাগ্যে লিখিলে এদুখ্
হায় লিখিলে এ দুখ ,,। ১

করিলাম প্রেম আমি সুখের কারণ—
ওহে চতুর্মুখ !

তাহাতে এই হইল, কলঙ্ক সহ মরিল,
দুঃখের সাগরে শোকে ভেদ হয়ে বুক
" ওহে তব পায় ধরি, বল শুনি সত্য করি,
কি পাপে আমার ভাগ্যে লিখিলে এদুখ
হায় লিখিলে এদুখ্ ,, । ২

কাঁদে প্রাণ অবিরাম বিরহে যাহার—
ওহে চতুর্মুখ !

বিনে তার দরশন, যাইবে মম জীবন,
বৃথায় যৌবন যায় কত সই দুখ্ ,, ।
" ওহে তব পায়ে ধরি, বল শুনি সত্য করি,
কি পাপে আমার ভাগ্যে লিখিলে এদুখ
হায় লিখিলে এদুঃখ ,, । ৩

বৃথা আর তোমাকে গো করিছে স্মরণ—
ওহে চতুর্মুখ !

লিখেছ যাহা কপালে, খণ্ডিবে না কোন কালে,

বিরহে বিদীর্ণ হবে অভাগিনীর বুক্
" ওহে তব পায় ধরি, বল শুনি সত্য করি,
কি পাপে আমার ভাগ্যে লিখিলে এদুখ্
হায় লিখিলে এদুখ্ ,, । ৪

কিশোরীর আপন প্রতিধ্বনির
প্রতি উক্তি ।

কে তুমি রোরুদ্য মানা আমার মতন ।
কে মম সম দুঃখিনী কাঁদ কি কারণ ॥
আয় লো আমরা যাই ওলো প্রিয়তমে ।
ত্যজিগে জীবন গঙ্গা সরযূ সঙ্গমে ॥
সংসারে কেবল আসা যাওয়া মাত্র সার।
না হইবে কোন সুখ আমার তোমার ॥
তুমি কেলো শারী বুঝি কান্দ কি কারণ ।
আমি কাঁদি শূন্য মোর হৃদি সিংহাসন ॥
নতুবা কে তুমি বুঝি রাই বিনোদিনী ।
শ্যামের বিরহে বুঝি কান্দ একাকিনী ॥
সে বঁধুর সুমধুর বাঁশরীর গান ।
আর না শুনিয়া বুঝি ব্যাকুল পরাণ ॥

এস গলা গলি ধরি বসি একত্রিত।
উভয়ের শোক তাপ করি প্রকাশিত॥
হায়রে কপাল বৃথা হলো সব আশ।
একের বিনাশে মোর হলো সর্ব্ব নাশ॥

কিশোরীর প্রতি এক কুল
বালার উক্তি।

কেন ধনি, সুবদনি, এ রজনী ঘোর লো।
কার সনে, কায় মনে, আলাপনে, আছ লো॥
একি রীত, বিপরীত, ওযোষিত; তোর লো।
অকারণ, অনুক্ষণ, জ্বলে মন, কেন লো॥
সে কেশব. ত্যজিসব, বুঝি শব, হলো লো।
বৃথা আর, শোকে তার, অনিবার, দহ লো॥
এ যুবতী, ত্যজি পতি, কোথা গতি, করে লো।
বেঁচে নাই, ওরে ভাই, সে কানাই, আর লো॥
এহিদেশে, সে প্রাণেশে, নারীবেশে, আর লো।
না আসিবে, না তুষিবে, না করিবে, সুখ লো॥
দিন দিন, তনুক্ষীণ, একদিন, তব লো।
নাহি সুখ, সদাদুখ, ফাটে বুক, শোকে লো॥

কেশবের সহিত কিশোরীর প্রকাশ্য বিবাহ।

রাজ কন্যা রাজ পুত্র বিরহে দিন দিন শীর্ণ ও বিবর্ণ হওয়ায় তাঁহার এক জন পরিচারিকা রাজ্ঞির নিকট সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিল। পরে মহারাজ অন্তঃপুর চত্তরে আগমন করিলে রাজ্ঞী কিশোরীর পলায়ন বিষয়ের আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। ভূপতি শ্রবণ মাত্র আপন প্রধান মন্ত্রীকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। মন্ত্রিবর কহিতেছেন মহারাজ! তবে এইক্ষণ আমার বাঞ্ছাও প্রকাশ করি। রাজ কন্যার অনুদ্দেশে যেরূপ ব্যস্ত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া ছিলেন, এইক্ষণ সেই কেশবান্বেষণেও তদ্রূপ হউন, সুশীলা কিশোরী কখনই অযোগ্য পাত্রে মনার্পণ করে নাই। মন্ত্রির কথায় নৃপতি যথোচিত উদ্যোগী হইয়া অনতি বিলম্বে কেশব উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেই ক্ষত্রিয় রজপুত দিনামার এলেমান মোগলাদি সৈন্য ব্যূহ নিজ নিজ বেশ পরিধান ও অস্ত্র ধারণ করত মহারণ্যে প্রবেশ করিল এবং কানন তন্ন২ করিয়া খুজিতে খুজিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যুবরাজ কেশব সিন্ধুকূলে এক মন্দিরে থাকিয়া শিবারাধনা করিতেন। একদা যামিনী যোগে শিবালয় হইতে বহির্গত

হইয়া দেখিলেন, বন মধ্যে অনতি দূরে দীপ শিখাবৎ অনল জ্বলিতেছে ; যুবরাজ নিতান্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া সেই আলোকময় স্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখেন মণির মৃদু রশ্মিতে এক জন বৃদ্ধ কোরাণ সরীফ অধ্যয়ন করিতেছে, আর তাহার সম্মুখে এক মৃত যুবতী ধরায় শয়িতা রহিয়াছে। বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ পাঠান্তে মণি এবং কোরাণ বৃক্ষ কোটরে রাখিয়া মৃত নারিকে কষাঘাৎ দ্বারা তিন বার প্রহার করতঃ স্থানান্তরিত হইল।

ইতি মধ্যে এক জন যুবা পুরুষ সেই মৃতা সমীপে আসিয়া রোদন বদনে খেদ করিয়া কহিতে লাগিল, হা প্রণয়িনী তোমাকে জন্মের মত হারাইলাম, এক তোমার অভাবে আমার সকলসুখেরই অভাব হইল। প্রাণাধিকে তোমার যে সচঞ্চল লোচন অবলোকনে আমার এই তাপিত প্রাণ শিতল হইত, এখন সে নয়ন স্পন্দহীন ও জ্যোতি হীন দেখিয়া মনে ভয় হইতেছে, যে তুমি মুখের কথায় অহর্নিশি সুধা প্রবাহিত করিতা এখন আমার এ দুঃখের সময় একটা কথাও বলিয়া গেলে না, প্রেয়সি! নিশাবসান হইতেছে, আমি চলিলাম।

পরে যেমন প্রভাত হইল রমণী সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া ক্রমে অবিরল বনে প্রবিষ্ট হইল। কেশব এই

ব্যাপার দর্শনে যদিও আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীরু হইলেন তথাচ সেই রমণীর অনুসরণ করিলেন। রমণী যাইতে২ এক জীর্ণতম সংস্কার রহিত অট্টালিকাময় ভবনে প্রবেশ করিল। রাজ কুমার গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া দেখেন, প্রথম দ্বারে তিনটি অশ্ব রহিয়াছে, তার পরএকপ্রকোষ্ঠে স্বর্ণ শৃঙ্গ যুক্ত তিনটি হরিণ বন্দ রহিয়াছে, পরে অন্য এক গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন, বিচিত্র বসন ও স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী শত২ যুবতী স্বর্ণ মোঞ্চে বসিয়া অবিরাম অশ্রু বারি বিসর্জ্জন করিতেছে এবং সেই স্ফটিক বত্ ধবলিত জলধারা কুল একটি কাঞ্চন সোপান বিশিষ্ট সরোবরে পতিত হইতেছে, উহার চত্তঃপার্শ্বে সহস্র২ হিরক নির্ম্মিত তরুতে পন্নার পত্র মকুতায় মুঞ্জরি মরকতের ফল শোভমান রহিয়াছে। নবীন ভূপতি এই সমুদায় আশ্চর্য্য দেখিয়া কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না এবং মনে২ অত্যন্ত শঙ্কাকুল হওয়ায় অন্যান্য গৃহের দ্বারও উন্মোচন করিতে সাহস পাইলেন না অবশেষে ভাবিতে২ আপনার মন্দিরাসনে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে বন বিগত সৈন্যগণ ক্রমে২ বন প্রান্ত ভাগে উপনীত হইল। যুবরাজ সৈন্যকোলাহল শ্রবণে ও

হিংস্রক দন্তুরিত জন্তুর বহির্গমন দর্শনে ভয়ে সিংহ দৃষ্টি নিপাতিত মৃগী সঙ্কুচিত হইলেন। পরে সৈন্য দল বন বহির্গত হইয়া সিন্ধুকুলে উপাস্থিত হইল। ইতি মধ্যে নৃপ তনয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহারা পরিচয় চাহিল, তিনি কহিলেন আমার নাম কেশব আমি প্রভাবজ রাজার পুত্র। তাহার নাম শুনিবা মাত্র রাজকুমারকে গজে হেমাঙ্গময় সিংহাসনে বসাইয়া গমনোণ্মুখ হইল, ক্রমে যাইতে২ মাসান্তে রাজ ভবনে উপনীত হইল। কিশোরীর পিতা নব ভুপাতির অমানুষ রূপাবলোকনে এক কালীন চমৎকৃত ও বাক শূন্য হইয়া একতান নয়নে কেবল রূপই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেশব হস্তী হইতে অবরোহণ করত ভূপালকে প্রণাম পূর্ব্বক যোড়করে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ভুপতি রাজতনয়কে বসিতে আদেশ করিলে তিনি সভা মণ্ডপে উপবেশন করিলেন। মহা রাজের অভিপ্রায়ানুসারে পণ্ডিত গণ কেশবের বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কেশব প্রশ্নোত্তরে পণ্ডিত দিগকেই একরূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন পণ্ডিতেরা মনে২ ভীত হইয়া আর বিচার আলোচনা না করিয়া সকলে মুক্ত কণ্ঠে রাজ কুমারের

প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তখন আহ্লাদে কেশবকে আলিঙ্গন না করিয়া আরথাকিতে পারিলেন না। অতঃপর সকলে পরামর্শ করিয়া রাজ কন্যার সহিত কেশবের বিবাহ নির্দ্ধার্য্য করিলেন।

পরে দেশ দেশান্তর স্থিত রাজাগণকে নিমন্ত্রিত ও উপহার দ্বারা সমাদৃত করা হইল। শশধরের মেঘাবরণ বিমুক্ত হওন আশায় থাকিতে২ নিশি প্রভাত হইলে সুধা প্রয়াসী চকোর কুল যাদৃশী হতাশী ও বিমর্ষ হয়, কিশোরীর যৌবন শ্রীর উন্নত্যাকাঙ্ক্ষায় যে সমস্ত রাজ পুত্রেরা অপেক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারাও তাঁহার পরিণয় সংবাদে তদ্রূপ হতাশ ও বিমর্ষ হইলেন। কি করিবেন, নিরুপায় হইয়া বিবাহের নির্দ্ধার্য্য দিবসে সভায় আগমন করিলেন। পরে অতি সমারোহে বিবাহ কার্য্য নির্ব্বাহ পাইল। এয়ো রাজবালা কুল বর বধূকে বাসরোপযোগী সুগাঙ্গ প্রাসাদে লইয়া কৌতুকামদ করিতে লাগিল। এদিকে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল।

নাট্য - - শালা।

বাইয়ের সঙ্গীত।

তাল······কয়ালি।

" বাদসা তেরে তাখ্‌ত ছালমাত্‌ রাহে ছুবে আবাদ কি কালাইয়া। মহল২ বেগোম রোত্রে, গলি২ রোত্রছেলেলিয়া ॥ লক্ষর্ণৌ লুটে, কুছ বাত নাহি ফুটে, ছুন কার গেয়া নগারিয়া ,, ।

তাল......আড়া।

" কেন প্রাণ বধ আমার প্রাণ। নয়ন সন্ধান বাণে বধ আমার প্রাণ ॥ অব্যর্থ ছন্ধান তব, রতি পতি পরাভব, একি দেখি অছম্ভব, ভুরু ধনু টান ,, ।

তাল———কয়ালি।

"আরমানে ওছলেকা দেলে না দামে রাহগির রে। ইয়া উমার ভর্‌ তোমারে নাহি হামারেই

মে রাহগিয়া রে ॥ কাবে গিয়া নাদার গেয়া নাত কারবালা রে, ঘারছে মেকাল কো জানিরে কুচামে রাখ্‌দিয়া রে,, ।

যাত্রা গান।

তাল···ঠুঙ্গরি।

" এ নারী কে নীল বর্ণা। শঙ্করের হৃদিস্থিতা মুণ্ডমালা বিভূষণা ॥ চতুর্ভূজা এ রমণী, কাত্যায়নী শূলপাণী, নীলোৎপল কপোল-ধারিনী, ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধানা ॥ শুন গো মা ভব দারা, কলুষে ঘেরা আমরা, কৃপা করি হর মা তারা, এভব যন্ত্রণা,, ।

তাল···মধ্যমান।

"চাঁদানি তু ছাপিয়ারে প্যারা ঘারে আনে দে। ছাপি যারে চাঁদানি, মুদিয়ারে তারা, চলি ঘারে আঁখিকো নিদে,, ।

তাল······চৌতাল।

"যে দিন যায় মোর সেই দিন ভালো। আমি ছিলাম বা কি, হলেম বা কি, ও মন আবার বাকি হব বল॥,,

এসেছ মন দুখের পথে, ও মন কাজকি সুখের লালসাতে, যদি এলে ভবে, কাজকি ভাবে, ওমন ভাবিলে কি হবে বল॥ ভাবরে২ সত্য ও মন ভাবরে২ নিত্য, করে আপন কার্য্য, এবার বাণিজ্য যা হবার হলো,,।

পালারম্ভ।

শুন সবে দিয়ে মন, রাধাকৃষ্ণ বিবরণ,
যে রূপ হইল বৃন্দাবনে।
যেখানে নিকুঞ্জ বন, বিরাজে বংশী বদন,
ধরিয়ে বাঁশরি স্ববদনে॥
যে খানে বনের পাখি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকি
ভাষে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
যেখানে ব্রজ ধুলায়, সদা গড়াগড়ি যায়,
ব্রজ বাসী গণ মহা রঙ্গে॥

শুনিয়ে বাঁশীর রব, গোপিনী তাপিনী সব,
সদা ভাবে শ্যাম সংমিলন।
লম্পটের শিরোমণি, ননীচোরা নীলমণি,
হরি নিল রাধিকার মন॥
কাঁদে রাই নিরন্তর, ভাবি ত্রিভঙ্গ নাগর,
থাকি২ করে হাহাকার।
কহে মুখে অনুক্ষণ, কোথা রাধিকা রমণ,
বাঁচাও পরাণ রাধিকার॥
অপর এক রমণী, কুটিলার শিরোমণি,
জুটিলেন আসিয়া ত্বরিত।
করে বহু চতুরালি, আনিল সে বনমালি,
মিলাইল প্যারির সহিত॥
লয়ে সুখে সে ত্রিভঙ্গে, কমলিনী নানা রঙ্গে,
রঙ্গিণী নীলমণি পাইয়ে।
এক দিন রাই কিশোরী, ফুলের সু সজ্জা করি,
আছেন শ্যাম পথ নিরখিয়ে॥
এথা চন্দ্রাবলি ধনী, লয়ে শ্যাম গুণমণি,
মত্ত রসে রসিক পাইয়ে।
পোহাইল বিভাবরী, তবু না আসিল হরি,
কহে প্যারি দুঃখেতে পড়িয়ে॥

" কইগো দেখি বৃন্দে সই, বৃন্দাবন চন্দ্র কই,
গগণের চন্দ্র অস্ত হৈল। ,,
ইতমধ্যে শ্যামরায়, রাধার সদনে যায়,
মান করে মানিনী বসিল ॥

দম্পতির কেশর নগরে
গমন।

এইরূপ সঙ্গীতাদি ক্রমে নির্ব্বাহ পাইল এদিকে নিশিও অবসান হইয়া আসিল। পরে বর বধূর গৃহে যাইবার উদ্যোগ হইতে আরম্ভ হইল। রাজ দয়িতা স্বর্ণ ভূষণে সজ্জীভুতা হইয়া জননীর নিকট বসিয়া মন্দ২ রোদন করিতে লাগিলেন। যাত্রার নিরূপিত সময় হইলে বর বধূ একাসনে উপবেশন করিলেন। কিশোরী পতি গৃহে যাইবে শুনিয়া নগর বাসী বারাঙ্গনা গণ বেশ ভূষা করত; কেহ২ আপন সন্তান ক্রোড়ে করিয়া কেহ বা হস্ত ধারন করিয়া দেখিতে আসিল। ইতি মধ্যে পুরোহিত আসিয়া দম্পতিকে যাত্রা করাইতেছেন।

" ধেনুবৎস প্রযুক্তা, বৃষ গজ তুরগা, দক্ষিণা
বর্ত্ত বহ্নি, দিব্যা স্ত্রী পূর্ণ কুম্ভা. দ্বিজ নৃপ গণিকা
পুষ্পমালা পতাকা, সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা,
দধি মধু মজতং কাঞ্চনং, শুক্ল ধান্যং দৃষ্ট্বা,
শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে, মানবো গন্তু
কাম ;, ।—গণেশ, গণেশ, গণেশ, গণেশ,
সুযাত্রা; সুযাত্রা, ।

কিশোরী বাষ্পাকুল নয়নে জনক জননীর চরণে প্রণাম করিলেন, তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন, " বৎসে পতির সহিত গৃহে যাইয়া চিরদিন সুখে বাস কর! মাতঃ রোদন করিও না, রোদন করিলে অমলঙ্গল হয়, আবার মাসান্তে উভয়কে এখানে লইয়া আসিব। পরে পরিচারিকা গণ রোদন বদনে কিশোরীর হস্ত ধারণ করত করেনুকায় উঠাইয়া দিল এবং কহিতে লাগিল; হা রাজ পুত্রি। আমাদিগকে একবারে শোক সাগরে নিমগ্ন করিয়া গেলে, তোমার মুখ মণ্ডল এ ভবনের দিবসের সূর্য্য নিশির চন্দ্র, তুমি এই সোণার পুরী অন্ধকার করিয়া যাইতেছ, প্রাণ তোযিণি শীঘ্রই পুনরাগমন করিও, তবে এখন আমরা দিবায় হইলাম। কেশব কিরোরী আনু-যাত্রিক দল সহকারে মহাসমারোহে গৃহাভিমুখে গমন

করিলেন এবং কতিপয় দিবস মধ্যে কেশর নগরে উপনীত হইলেন। জনক জননী পুত্র ও পুত্র বধূর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলেন; এবং যতবার তাঁহাদের মুখ দেখেন ততবারই আনন্দ বারি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। মহারাজ নগরে মহোৎসবের আদেশ দিয়া রাজ ভবনে মহোৎসব আরম্ভ করিয়া দিলেন। রাজ কুমার গৃহে যাইয়া ভার্য্যাসহ মহানন্দে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কেশব কিশোরী কথোপ
কথন।

কেশব।

প্রাণাধিকে। এই বসন্ত বিভাবরী কি রূপ মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, গবাক্ষে মুখদিয়া বারেক দর্শন কর।

কিশোরী।

আমি আর কি দেখিব, তুমি এখন কাণ দিয়া শুন।

বসন্ত কাল।

বসন্ত সুখের কাল, পাইয়া উচিত কাল,
সুখ-সুধা-ধারে ভাসাইল তব ধাম হে।
এই যে পুষ্পিত কুঞ্জে, সর্ব্বরূপ সুখ ভুঞ্জে
বিরাজে বসন্ত ঋতু রাজ অবিরাম হে ॥
অর্থাৎ ভুঞ্জিয়া।

গরজে কভু গগণ, নির্ম্মল রহে কখন,
কভু বা বরিষে বারি বিন্দু বহুতর হে।
কত মৃগ কদম্বক, লইয়া নিজ শাবক,
পীবর ভূধরশৃঙ্গে নাচে নিরন্তর হে ॥
ফুটিল কমল কলি, আসিয়া জুটিল অলি,
সুগন্ধ ভিতরে তায় মন্দ সমীরণ হে।
রসে ডগমগ অঙ্গ, দিনেশ যেন অনঙ্গ,
এ প্রাণ বিহঙ্গ দাহ্যমান অনুক্ষণ হে ॥
না সুপক্ক হলো ফল, ক্ষুধায় পক্ষী চঞ্চল,
এক পক্ষী ভ্রমে বউ কথা কও বলে হে
বুঝহ নব নাগর, তুমি অতি বুদ্ধি ধর,
কি ভাবে কোথায় এই ঋতু সদা চলে হে ॥

——✻——

কেশব।

প্রেয়ে! এঋতু তোমাতেই বিরাজিত রহিয়াছে তোমার বর্ণন চাতুরির কিছুই অজ্ঞাত রহিল না। আর সেই পক্ষীবর কি সকল বধূর নিকটেই বউ কথা কও বলিয়া বেড়ায়? এবং নিরবচ্ছিন্ন কি ‘ বউ কথা কও , শব্দ মাত্রঃ প্রয়োগ করে; প্রিয়ে আমি তাহার উক্তি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

“ যা যা বধূ পতিভিরেব সমং সরোসা,
তাং তাং বধূং বদতি পক্ষিবরোহিতায়,
নৈবং সুখং প্রাপ্সসি কুত্র বালে গতে
বসন্তে কিলো বৌ কথা কও,, ।

অর্থাৎ—যেং বধূ পতির সহিত রসযুক্ত আছে সেইং বধূর হিতার্থে পক্ষিবর তাহাদিগকে কহে যে, হে বালে এই বসন্ত সময় বিগত হইলে আর কুত্রাপি সুখ পাইবা না, অতএব বউ কথা কও।

কিশোরি।

রাজ কুমার! বেস্ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, অদ্য আর আলাপের প্রয়োজন নাই, অধিক রাত্রি হইয়াছে, এখন শয়নে চলুন। উভয়ে এইরূপ সুখ সম্ভোগে দিন যাপন করিতেছেন।

কেশব নগরে ত্রিদীপ রাজার আগমন।

কেশব বণিতা সহ, সুখে আছেন অহরহ,
প্রাপ্ত হয়ে পিতৃ সিংহাসন।

কিন্তু দেখ মনে ভেবে, চিরদিন এক ভাবে,
কার কবে হয় গো যাপন ॥
সুখ সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ বারিদ দল,
পরিবর্ত্ত হয় প্রতিক্ষণ।
কত দুখ কত সুখ, সবে ভোগে এই রূপ,
অন্যরূপ না হবে কখন ॥
একদা ত্রিদীপ রাজে, অতি ভয়ানক সাজে,
উপনীত কেশর নগরে।
সৈন্য ভারে থর থর কাঁপে কেশর নগর,
অধিবাসী পলায় সত্বরে ॥
কেশব সংবাদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি,
যান নিজ জননী সদন।
বলে মা ঘোর বিপদ, ত্রিদীপ রাজা আগত,
এ রাজ্যে করিবে আক্রমণ ॥
চলিলাম রণে তবে, চরণে রেখ কেশবে,
জয়ী যেন হই কৃপাগুণে।
নিকটে ছিল কিশোরী, কহে আসি ত্বরাকরি,
কেশবের যুদ্ধে যাত্রা শুনে ॥

কেশবের প্রতি কিশোরীর উক্তি।

প্রাণ নাথ একি শুনি কথা নিদারুণ।
আমার কপালে জ্বালায়ে দিলে আগুণ ॥
ওহে নাথ যুদ্ধ ক্ষেত্রে করোনা গমন।
স্থির হও কথা শুন কহি বিবরণ ॥
কি আর কহিব আজি প্রভাত সময়।
দেখেছি যে স্বপ্ন নিধি বলিবার নয় ॥
আমি আর তুমি যেন গিয়াছি গহনে।
খেলা করিতেছি যেন অহিবর সনে ॥
সে কাল ভুজঙ্গ যেন দংশিল তোমারে।
তুমি নাথ মলে যেন ধরিয়া উহারে ॥
তায় তোমা হারা হয়ে হে জীবিতেশ্বর।
কাঁন্দিতেছি যেন ধরাসনে নিরন্তর ॥
অতএব আজ রণে করোনা গমন।
বারে২ আমি তায় করি নিবারণ ॥
রণে বনে মরণের নাহিক নিশ্চয়।
ভাবি তাই প্রাণাধিক কি জানি কি হয়॥

কেশব।

প্রাণাধিকে! যুদ্ধে না যাইয়া গৃহে বসিয়া থাকিলে এ আমাদের সোণার বৃন্দাবনের নিদর্শন মাত্রও থাকিবে না, অরি বৃন্দের পদতলে সব ধুলিসাৎ হইয়া যাইবে।

কিশোরী।

ওহে নাথ! এই সে দিন বনে২ পরিভ্রমণ করতঃ কত দুঃখ পাইয়াছ, এখন আবার বা কি ঘটে, প্রাণ বল্লভ! তুমি রাজ সন্তান হইয়াও কেবল দুঃখে দিন কাটাইলে।

কেশব।

হৃদ্‌রঞ্জিনী! আমার আর কি সুখ হইতে বল, আমার সকল সুখ তোমাতেই আছে, আমি তোমার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুখী, আমিই তোমার সুখ দুঃখের আদর্শ। দেখ প্রিয়ে! যদি আমি সেই মহারণ্যের অসহনীয় দুঃখ ভার না বহিতাম তবে কি রূপে তব

সমান অমূল্য ললনা রত্নের অধিকারী হইতাম! সকল-কেই দুঃখ করিতে হয়, দুঃখ না করিয়া যদি সুখ পাওয়া যাইত তবে আর চাই কি?

"রাহত্ দর্ রঞ্জিনা বুদে চে খোস্ বুদে,,।

অর্থাৎ দুঃখ বিনা যদি সুখ ভোগ করা যাইত তাহা হইলে কি খুসির বিষয় হইত!!!——

অতএব যাই বনে প্রেয়সী এখন।
হইলে রণ বিমুখ হবে কুঘটন॥
যদি অবরোধ আমি না করি এখন।
সাহসী হইবে আরো সে বৈরী রাজন॥
যদি যুদ্ধ সজ্জা মোর না দেখে এখন।
আক্রমণ করিবেক এ রাজ ভবন॥
যদি শর ধনু আমি না ধরি এখন।
এখনি ছাড়িবে বান সে যোধেয় জন॥
যদি যুদ্ধে নাহি যাওয়া শুনে সে এখন।
আক্রমি আবাস তূর্ণ বধিবে জীবন॥

অতএব যাই যুদ্ধে লয়ে সৈন্য গণ।
প্রাণে যদি বাঁচি পুনঃ হইবে মিলন ॥

কিশোরী।

কিশোরী সজল নেত্রে বলে প্রাণ ধন।
হৈতেছে সন্দেহ ভারি ভাবি কুঘটন ॥
নাচিছে দক্ষিণ আঁখি দক্ষিণ বদন।
তাই বারম্বার নাথ করি নিবারণ ॥
যদ্যপি নিতান্ত রণে করিবে গমন।
আমিও যাইব নাথ না রব ভবন ॥
তুমি নাথ এ রমণী শিরমণি ধন।
তুমি নাথ মদীয় কর্ণের অভরণ ॥
তুমি হে গলার হার হৃদয় ভুষণ।
তুমি হে এ অবলার অমূল্য রতন ॥
তোমা বিনে কেমনে রহিব হে ভবন।
রণে বনে যথা গতি করিব গমন ॥

যুদ্ধ সজ্জা।

যুব রাজ, পরে সাজ, সৈন্য মাঝ,
আইল।
হেরে রাজে, সব কাজে, রণ সাজে,
সাজিল ॥
রথী রথে, বহু রথে, পথে পথে,
রহিল।
হস্তী হয়, উষ্ট্র চয়, সমুদয়,
চলিল ॥
জগঝম্প, বাদ্যে কম্প, ক্ষীণে লম্ফ,
মারিছে।
বাজে ডঙ্কা, লাগে শঙ্কা, যেন লঙ্কা,
ভাঙ্গিছে ॥
সৈন্য জাল, লালে লাল, ভালে লাল
রঙ্গিল।
কত ঢাল, তরবাল, তীর জাল,
লইল ॥

এইরূপ, কত রূপ, নব রূপ,
ভঙ্গিতে।
যায় রণে, শত্রু সনে, প্রাণপণে,
যুঝিতে ॥
হেরে হয়, প্রাণে ভয়, কত কয়,
এখনে।
নৃপবর, অগ্রসর, দ্রুত তর,
গমনে ॥

যুদ্ধারম্ভ!

চলিল রণেতে কেশব ভুপতি।
উঠিয়ে রথোপরে সহ যুবতি ॥
রথ নির্ঘোষ শুনি নাচে ময়ূরী।
মানস ফুল ফুল্ল হেরি মাধুরী।
ঠমকে ঠমকে ঘোটক গমন।
চটকে কুদে ফাঁদে সহ বাহন ॥
গজ গর্জ্জনে কম্পবান মেদিনী।
ক্রোধে রক্তিম নেত্রে শোভা মোহিনী ॥

অগণন সেনা হাঁটিয়া চলিল।
রণ বাদ্যে বীর রসেতে মাতিল ॥
ঝাঁকে ২ হাঁকে মার২ করি।
হলো মত্ত যেমন প্রমত্ত করী ॥
ত্রিদীপ নিনাদআসিয়া জুটিল।
মহাযুদ্ধ ক্রমে বাধিয়া উঠিল ॥
রুধির ধারেতে চলিল ভাসিয়ে।
কত হস্ত পদ, ছিন্ন ভিন্ন হৈয়ে ॥
কত আহত হস্তীত্রাস পাইয়া।
দল ছাড়ি দলে মিসিল যাইয়া ॥
কেবা কাহাকে অস্ত্র মারে দেখিয়ে।
সব ছিন্ন বিভীন্ন শরে বিন্ধিয়ে ॥
তবু যোধ দল নাহি ক্ষান্ত মানে।
যে জন যাহারে পারে বধে প্রাণে ॥

কেশবের সুখ ভোগ।

এইরূপ উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতেছে কোন পক্ষই পরাভুত হইতেছে না। ত্রিদীপ রাজ আপন সৈন্য গণকে কহিলেন, দেখ যুদ্ধ ক্রমেই ভয়ানক

হইয়া উঠিল, এ নবীন ভূপতি সামান্য যোদ্ধা নহে, ইহার ধনুঃ টঙ্কারে আমার ত্রাস জন্মে। ওহে সামন্তগণ! জীবন থাকে বা যায়, আজ এই নব যোদ্ধার শির ভূষণ বিলুণ্ঠন না করিয়া আর গৃহে যাইব না। আততায়ী ইহা কহিতে২ রোষ রক্তেক্ষণে বিশাল বক্ষ স্ফীত করত শরাসনে শরসন্ধান করিয়া নিক্ষেপ করিল, আহা বিধির কি নির্ব্বন্ধ !!! শর তখন সন্ সন্ করিয়া কেশবের বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইল। কেশব গ্রথিত বাণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক এইমাত্র কহিয়া (প্রিয়ে ; তোমার কথাই হইল) বনিতার যঘনোপরে ঢলিয়া পড়িলেন। কিশোরী এই সাংঘাতিক ঘটনা দেখিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে একি২বলিয়া অধৈর্য্য হইলেন এবং বক্ষ বিগলিত শোণিত ধারাকুল দেখিয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। হা নাথ একি হইল, এখন কি করিব, কি দিয়ে তোমাকে আরোগ্য করিব ! অরে অকরুণ শর ! এখনো বক্ষভ্রষ্ট হইলে নাথ চৈতন্য হইত, নিশ্বাস পবন এখনো গমনা-গমন করিতেছে, হা জগদীশ্বর, তোমার মনে ইহাই ছিল, এরূপ সাংঘাতিক ব্যাপার আর মানুষের হয় না; প্রাণ নাথ, তুমি এ দুঃখিনীকে ছাড়িয়া কোথায় চলিলা ! তুমি আমার জীবনের জীবন হৃদয়ের ধন এখন সময়

বুঝিয়া বাম হইও না, আমাকে সহবর্ত্তিনী কর; ওরে প্রাণ ! এখন আর কি সুখের আশায় অবস্থিত আছ; এই সময়ে তুমিও প্রাণ প্রিয়তমের অনুগামী হও।

এদিগে সারথীগণ রথ লইয়া রাজাগারে উপস্থিত হইল।

যুবরাজ কেশব জননীর দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু স্থির করিলেন। আহা ! জননীকে দেখিবার নিমিত্তই বুঝি একাল খানি অসহনীয় বাণাঘাৎ যন্ত্রণাতেও জীবিত ছিলেন।

জননী কেশবের হৃদ্গাত রুধিরাক্ত বাণ দেখিয়াই হা পুত্র বলিয়া ধরায় পতিত হইলেন, পরে কহিতে লাগিলেন ; ওরেবাপ্ কেশব, একবার কথা কহ, তাপিত প্রাণ শীতল হউক, তোমার সোণার অঙ্গ ধরাসনে নিপ-তিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে ; হা কপাল, কি হইল. যুদ্ধে মরিবার জন্যই বুঝি আজ আমার নিকট বিদায় হইতে আসিয়া ছিল, আমিও ত মুখ ফুটিয়া কিছু বলিয়া ছিলাম না, ওরে বাপ্ তুমি যে এমন করিয়া জন্মের মত বিদায় লইতে আসিয়া ছিলা ইহা আর কে জানে, প্রাণ পুত্র কেশব ! তোমার মাতা আজ তোমার শোকে পথের কাঙ্গালিনী হইল, তুমি

একবারো তাহা মনে করিলা না, কেশব ! তুমি আমার দিকে কেন এরূপ নিমেষ শূন্য নয়নে চাহিয়া রহিয়াছে, আমাকে কি আর কখন দেখ নাই, আমি না তোমারি অভাগিনী মাতা, তোমার ভুসনে বদন অনিমেষ নয়ন দেখিয়া আমি পাগলিনী প্রায় হইয়াছি হা ভগবান দুঃখে বুক্ ফাটিয়া যাইতেছে, আমার অঞ্চলের নিধিকে কাড়িয়া লইলে, একুল সমূলে উন্মূলিত হইবে; পুত্র শোকে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে আমিও অব্যবহিত কাল মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইব।

জননী এইরূপ রোদন করিতেছেন ইতিমধ্যে সহসা একটী দিব্য কুসুম কেশবের নাসারন্ধ্রে পতিত হইল এবং তিনিও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন; দেখেন জননী ধরায় পতিতা ভায়্যা ধুলায় লুণ্ঠিতা এবং পৌর জন, চতুর্দ্দিগে পরীখা প্রায় বেষ্ঠিত রহিয়াছে। এতদ্দর্শনে যুবরাজ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আগে জননীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, তৎকালে কিশোরী সেই জনাকীর্ণ স্থলে আলুলায়িত কেশেই ভর্ত্তাকে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। সহচরিগণ তূর্ণিত আসিয়া রাজ্ঞী এবং রাজ বালাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল। রাজ কুমারকে পুনর্জ্জীবীত দেখিয়া নগর নিবাসীরা আহ্লাদে

গগণস্পার্শি ধ্বনি করিতে লাগিল,। কি বৃদ্ধ কি যুবা কি বালক সকলেরই মুখারবিন্দ যেন সুবিমল সুখ সূর্য্যে বিকসিত করিয়া দিল।

ইতি মধ্যে সৈন্যগণ ত্রিদীপ নর পতির শিরচ্ছেদন করিয়া রাজ ভবনে আনয়ন করিল। ছিন্নাঙ্গ মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে তিনটী দীপ শিখাবৎ অনল জ্বলিতেছে, সকলে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত ও কারণ জ্ঞাপনে লোলুপ হইল।

এইক্ষণ সময়াভাবে ত্রিদীপের প্রস্তাব প্রসঙ্গ করা হইল না।

যুবরাজ এইরূপে রাম লীলা সমাপন করিয়া এখন রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনায় অনুরক্ত হইলেন এবং রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী সম কামিনীর স্বামী হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।